গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
মাদক-১ শাখা
www.ssd.gov.bd

নং-৫৮.০০.০০০০.০৬১.০২.০০৯.২১. ১১৫

তারিখঃ ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ / ০৮ নভেম্বর, ২০২২

বিষয়ঃ ''মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (এ্যালকোহল ব্যতীত) বিধিমালা, ২০২২" এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।

সূত্র: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০২.০০০০.০০৫.১৮.১১৮.২২.১২৮৭, তারিখ: ০২/১১/২০২২ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) এর ৬৮ ধারা মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (এ্যালকোহল ব্যতীত) বিধিমালা, ২০২২' এর খসড়াটির উপর আগামি ২৪ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে, শিক্ষা (৩০) পৃষ্ঠা (ফর্দ)

০৮/১১/২০২২

(মুহাম্মদ আবদুর রউফ মিয়া)
উপসচিব
ফোনঃ ২২৩৩৫৩২২৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
০৬। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ৪১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদক অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রশাসন শাখা
৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
Website: www.dnc.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৮.০২.০০০০.০০৫.১৮.১১৮.২২.১২৮৭

তারিখ: ১৭ কার্তিক ১৪২৯
০২ নভেম্বর ২০২২

বিষয়: **'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতীত) বিধিমালা, ২০২২' এর খসড়ায় প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো সন্নিবেশিত করে প্রস্তাব প্রেরণ**

সূত্র: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়. সুরক্ষা সেবা বিভাগের পত্র নং-৫৮.০০.০০০০.০৬১.০২.০০৯.২১.৮৭, তারিখ-২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (এ্যালকোহল ব্যতীত) বিধিমালা, ২০২২' এর খসড়া চূড়ান্তকরণের বিষয়ে গত ১৮.০৯.২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে (সংলাগ)।

০২। এমতাবস্থায়, 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতীত) বিধিমালা, ২০২২' এর খসড়া সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

অতিরিক্ত সচিব (মাদক নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ) এর দপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
যুগ্মসচিব/উপসচিব/সি:সহ:সচিব/সহ: সচিব
মাদক শাখা-১/মাদক শাখা-২
ডায়েরি নং ৯৯
তারিখ: 06/11/22
অতিরিক্ত সচিব

২-১১-২০২২
মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-৪৮৩২২১৮৫
ফ্যাক্স: ০২-৪৮৩২২১৮৬
ইমেইল: dg@dnc.gov.bd

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
মাদক-১ শাখা
ডায়েরী নং ২৫২
তারিখ ০৩/১১/22

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

.....বার, ----------, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপণ

/২০২২

তারিখ : .....

এস, আর, ও নং - আইন/২০২২ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন)-এর ধারা ৬৮-এর ক্ষমতা বলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম-**

(১) এই বিধিমালা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতীত) বিধিমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা :** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এ বিধিমালায় -

(১) ''অফিসার'' অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসার।

(২) "আইন" অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন)

(৩) ছাড়পত্র (Import/Export Authorization) অর্থ এই বিধিমালার বিধি ৬ এর অধীন ছাড়পত্র (Import/Export Authorization)

(৪) ''দ্রব্য বা উদ্ভিদ" অর্থ কোনো মাদকদ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো দ্রব্য বা উদ্ভিদ।

(৫) ''পারমিট'' অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে নারকোটিকস ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস ব্যবহার করিবার অনুমতিপত্র।

(৬) "পরিবহন পাস" অর্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এ তপশিলভুক্ত মাদকদ্রব্য (অ্যালকোহল ব্যতীত) মাদকদ্রব্য বহন বা পরিবহন করিবার জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় অনুমতিপত্র।

(৭) ''পরিদর্শন'' অর্থ লাইসেন্স, পারমিট ও পাস সংক্রান্ত মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন।

(৮) ''প্রান্তিক ব্যবহারকারী (End user)'' অর্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সর্বশেষ ব্যবহারকারী।

(৯) ''ফরম'' অর্থ এ বিধিমালার সঙ্গে সংযোজিত ফরম।

(১০) "ব্যবস্থাপত্র'' অর্থ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো চিকিৎসকের প্রদেয় ঔষধের ব্যবহার বিধি অথবা নির্দেশনা পত্র।

(১১) ''বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/মেট্রোপলিটন কার্যালয়/বিশেষ অঞ্চল অর্থ এক বা একাধিক জেলা বা ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিট নিয়ে গঠিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার অধিক্ষেত্র।

(১২) ''বিধিমালা'' অর্থ নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এ তপশিলভুক্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতীত) বিধিমালা, ২০২২।

(১৩) ''লাইসেন্স (License)'' অর্থ ''মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮'' এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে মাদকদ্রব্য আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করিবার অনুমতিপত্র।

(১৪) ''লাইসেন্সী (Licensee)'' অর্থ ''মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮''-এর অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।

(১৫) ''লাইসেন্স ফিস (License Fees)'' অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৬৮ এবং এই বিধিমালার "টেবিল-১" এ বর্ণিত লাইসেন্স/পারমিট গ্রহণ বা নবায়নের জন্য প্রদেয় ফিস।

(১৬) '' সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস (Psychotropic Substances) অথবা সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস (Psychoactive Substances)" অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর প্রথম তপশিলে বর্ণিত'ক' শ্রেণির মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৪, ৫, ও ৬ 'খ' শ্রেণির মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৪ ও ৫ এবং 'গ' শ্রেণির মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত কোন বস্তু।

(১৭) ''নারকোটিক ড্রাগস (Narcotic Drugs)'' অর্থ ঐ সকল প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক পদার্থ যেগুলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে জীবদেহে নির্ভরশীলতা, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি, প্রত্যাহারজনিত প্রতিক্রিয়া ও আসক্তি সৃষ্টি করে এবং গ্রহণকারীর মেজাজ, আবেগ, আচরণ, অনুভূতি, উপলব্ধি এবং চিন্তা শক্তি, চেতনা ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটায়।

(১৮) ''প্রিকারসর কেমিক্যালস (Precursor Chemicals)'' অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণীর মাদকদ্রব্য অংশের ৮ নং ক্রমিকে উল্লিখিত এবং সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোনো প্রিকারসর কেমিক্যালস।

(১৯) "মাদক শুল্ক" অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৫৮ মোতাবেক উক্ত আইনের ২য় তপশিল-এর ৮ নং ক্রমিকে উল্লিখিত মাদকদ্রব্যের উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত শুল্ক।

৩। মাদকদ্রব্য (অ্যালকোহল ব্যতীত) এর লাইসেন্স বা পারমিট বা পাস ইত্যাদি।- : নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এ তপশিলভুক্ত মাদকদ্রব্য (অ্যালকোহল ব্যতীত) এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(১) আমদানি বা রপ্তানি লাইসেন্স
(২) উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ লাইসেন্স
(৩) পাইকারী বিক্রয় লাইসেন্স
(৪) খুচরা বিক্রয় লাইসেন্স
(৫) মজুদ লাইসেন্স
(৬) মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পারমিট (প্রান্তিক ব্যবহারকারী ব্যতীত)
(৭) মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পারমিট [চিকিৎসা ও গবেষণার প্রয়োজনে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (প্রান্তিক ব্যবহারকারী)]
(৮) ব্যবহারের পারমিট (প্রান্তিক ব্যবহারকারী)
(৯) পেথিডিন, মরফিন ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য জাতীয় ঔষধ বিক্রয়ের জন্য খুচরা লাইসেন্স।

৪। লাইসেন্স বা পারমিটের জন্য আবেদন ইত্যাদি:- (১) আইনের ধারা ৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস, প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এ তপশিলভুক্ত মাদকদ্রব্য (অ্যালকোহল ব্যতীত) এর বিধি-৩ এ বর্ণিত **লাইসেন্স বা পারমিটের জন্য তপশিল -২ এর ফরম ২/১** এবং প্রিকারসর কেমিক্যালস এর জন্য ফরম ২/২ এ মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক **জেলা/মেট্রো:/ বিশেষ জোন এর অফিস প্রধানকে তদন্তের জন্য** নির্দেশনা প্রদান বা একজন তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করিবেন;

(৩) উপ-বিধি (২) এ অধীন এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নিয়োজিত তদন্তকারী অফিসার আবেদনে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কাগজাদি পরীক্ষাক্রমে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে এতৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রনকারী অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রনকারী অফিসার তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাহার সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং তদন্তকারী অফিসারের দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ অনুযায়ী মহাপরিচালক তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষা এবং তদন্তকারী অফিসারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত বিভাগীয় অফিসারের মতামত ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে আবেদনটি অনুমোদনপূর্বক সংশ্লিষ্ট **জেলা/মেট্রো:/ বিশেষ জোন এর অফিস প্রধানকে** লাইসেন্স বা পারমিট প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী **জেলা/মেট্রো:/বিশেষ জোন এর অফিস প্রধান** সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বা পারমিট ফিস জমা প্রদানের জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন এবং উক্ত ফিস জমাদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেসসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এ তপশিলভুক্ত মাদকদ্রব্য (অ্যালকোহল ব্যতীত) এর **লাইসেন্স বা পারমিট জন্য তপশিল -৩ এর ফরম ৩/১** এবং প্রিকারসর কেমিক্যালস এর জন্য ফরম ৩/২ এ লাইসেন্স বা পারমিট প্রদান করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) অনুযায়ী লাইসেন্স বা পারমিট অনুমোদনের বিষয়টি আবেদনকারীকে অবহিতকরণের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ফিস জমা প্রদান বা লাইসেন্স গ্রহণ করা না হইলে মহাপরিচালক উহার কারণ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন।

৫। মাদকদ্রব্য জাতীয় দ্রব্যাদির লাইসেন্স/পারমিট পরিচালনার শর্তাবলী :

(১) মাদকদ্রব্য জাতীয় দ্রব্যাদি আমদানি-রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয় , ব্যবহার ও মজুদ ইত্যাদি এর হিসাব নির্ধারিত ফরমে নিয়মিত সংরক্ষণ করিতে হইবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট পরিদর্শনকারীকে হিসাব বিবরণী প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর অধীন প্রণীত বিধিমালা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদসংক্রান্ত সময়ে সময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র/নির্দেশনা অবশ্যই প্রতিপালনীয়।

(৩) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করা না হইলে ইহার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক বিলম্ব ফি প্রদান করিতে হইবে । পর পর তিন বৎসর লাইসেন্স নবায়ন করা না হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) লাইসেন্সে অনুমোদিত স্থান ব্যতিত অন্য কোনো স্থানে লাইসেন্সের কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

(৫) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো অবস্থাতেই মাদকদ্রব্য জাতীয় দ্রব্যের সহিত কোনোরূপ ভেজাল দিতে বা ইহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবেন না।

(৬) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারের কোনো আইনসঙ্গত কার্যক্রম বা আদেশের ফলে কোনো মাদকদ্রব্য জাতীয় দ্রব্যাদির লাইসেন্সধারী ব্যক্তি আর্থিক বা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাইবে না।

৬। আমদানি/রপ্তানির পূর্বানুমতি (ছাড়পত্র বা Import/Export Authorization)

(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত আমদানী বা রপ্তানি লাইসেন্স এর মাধ্যমে নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানী বা রপ্তানি করা যাইবে।

(২) মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আমদানি/ রপ্তানির পূর্বানুমতি (ছাড়পত্র বা Import/Export Authorization) ব্যতিত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না।

(৩) আমদানি/রপ্তানি করিবার পূর্বে পূর্বানুমতি (ছাড়পত্র বা Import/Export Authorization) গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) আমদানিকৃত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস দ্বারা উৎপাদিত ফিনিশড প্রোডাক্ট আমদানী বা রপ্তানি করার ক্ষেত্রে অধিদপ্তর হইতে আমদানী বা রপ্তানি লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) অধিদপ্তর হতে ইস্যুকৃত পূর্বানুমতির (ছাড়পত্র বা Import/Export Authorization) মেয়াদ যুক্তিসংগত কারনে সর্বোচ্চ ১ (এক) বার বৃদ্ধি করা যাইবে ।

(৬) দেশে উৎপাদিত প্রিকারসর কেমিক্যালস রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক প্রচলিত মাদকশুল্কের রেয়াত পাইবেন। এক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান রপ্তানি সংক্রান্ত বিধি-বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৭) আমদানি পূর্বানুমতির (ছাড়পত্র বা Import Authorization) জন্য **তপশিল -২ এর ফরম ২/৩** এবং রপ্তানির পূর্বানুমতির (ছাড়পত্র বা Export Authorization) জন্য **তপশিল -২ এর ফরম ২/৪** আবেদন করিতে হইবে।

(৮) পূর্বানুমতির (ছাড়পত্র বা Import/Export Authorization) আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলি মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং প্রয়োজন মনে করিলে, উহাদের সঠিকতা যাচাইকল্পে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(৯) তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবার প্রয়োজন হইলে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করিবেন এবং তদন্তকারী অফিসার আবেদনে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কাগজাদি পরীক্ষাক্রমে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এতৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রনকারী অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(১০) তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার নিয়ন্ত্রনকারী অফিসারের সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং তদন্তকারী অফিসারের দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১১) উপ-বিধি (৬) অনুযায়ী মহাপরিচালক তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষা এবং তদন্তকারী অফিসারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত বিভাগীয় অফিসারের মতামত ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে আবেদনটি অনুমোদনপূর্বক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার পরিচালককে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(১২) নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেসসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এ তপশিলভুক্ত মাদকদ্রব্য (অ্যালকোহল ব্যতীত) ও প্রিকারসর কেমিক্যালস কেমিক্যালস এর পূর্বানুমতি (ছাড়পত্র বা Import/Export Authorization) সংশ্লিষ্ট অধিশাখার পরিচালক আমদানীর জন্য **তপশিল -৩ এর ফরম ৩/৩ এবং রপ্তানীর জন্য একই তপসিলের ফরম ৩/৪ এ পূর্বানুমতি** (ছাড়পত্র বা Import/Export Authorization) **প্রদান করিবেন।**

(১৩) শুল্ক খালাসের জন্য অনাপত্তিপত্র (NOC) এর জন্য আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া সন্তোষজনক পাওয়া গেলে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক শুল্ক খালাসের জন্য অনাপত্তিপত্র (NOC) ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে ইস্যু করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে শুল্ক খালাসের জন্য অনাপত্তিপত্র (NOC) প্রদানের ক্ষেত্রে হিসাব বিবরণী, ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত কর্মাশিয়াল ইনভয়েজ, বিল অব লেডিং, প্যাকিং লিস্ট ও আমদানী খালাস অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত ফিস জমা প্রদানের চালানের কপি যাচাই করিতে হইবে।

৭। **আমদানিকৃত মাদকদ্রব্য জাতীয় দ্রব্যাদির মোড়ক উন্মোচনঃ**

(১) মাদকদ্রব্য জাতীয় পণ্য আমদানির পর লাইসেন্সী/পারমিটধারী জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ জোন কার্যালয়ে মোড়ক উন্মোচনের জন্য আবেদন করিবেন।

(২) জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ জোন কার্যালয়ের অফিস প্রধান অথবা তাহার নিযুক্ত উপযুক্ত প্রতিনিধি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাইপূর্বক পণ্যের মোড়ক উন্মোচন করিবেন এবং জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ জোন কার্যালয়ে মোড়ক উন্মোচনের ১ (এক) কপি ছবিসহ প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) মোড়ক উন্মোচনের পর লাইসেন্সী/পারমিটধারী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮। **উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ :**

(১) নারকোটিক ড্রাগস ও সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস এর উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্সের জন্য **তপশিল -২** এর ফরম-২/১ এ আবেদন করিতে হইবে এবং উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্স **তপশিল -৩** এর ফরম-৩/১ এ ইস্যু করিতে হইবে।

(২) প্রিকারসর কেমিক্যালস এর উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ লাইসেন্সের জন্য **তপশিল -২** এর ফরম-২/২ এ আবেদন করিতে হইবে এবং উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ লাইসেন্স **তপশিল -৩** এর ফরম-৩/২ এ ইস্যু করিতে হইবে।

(৩) নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর সামগ্রিক চাহিদা নিরূপণ করিবেন।

(৪) লাইসেন্সের অধীন নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে সরকার বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফার্মাকোপিয়া/রেসিপি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত উপাদান ও কাঁচামাল ব্যবহারের পূর্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নমুনার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত পরীক্ষার প্রতিবেদন সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৬) লাইসেন্সের অধীন উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর বাজারজাত করার পূর্বে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উহার নমুনা পেশ করিতে হইবে। উক্ত নমুনা অধিদপ্তরের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষাপূর্বক মান নির্ণয় করিতে হইবে। মহাপরিচালক বা উক্ত অফিসার কর্তৃক লিখিত অনুমোদন ছাড়া কোনো নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস বাজারজাত করা যাইবে না।

(৭) লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ সময় সময় প্রয়োজনে লাইসেন্সের অধীন উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস খোলা বাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরীক্ষাগার হইতে পরীক্ষা করাইতে পারিবেন এবং পরীক্ষার ফলাফল মানসম্পন্ন না হইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ১৫ ও ১৬ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৮) লাইসেন্সের অধীন উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত নারকোটিক ড্রাগস ও সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস এর মোড়ক, প্যাকেট, শিশি ও এ্যাম্পুলের গায়ে উহার উপাদান ও প্রত্যেকটি উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং "চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতিত ব্যবহার বিপজ্জনক" কথাগুলি মুদ্রিত থাকিতে হইবে।

৯। **ক্রয়-বিক্রয়, ইত্যাদিঃ**

(১) লাইসেন্স/পারমিটপ্রাপ্ত আমদানিকারক, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকারী, পাইকারি কিংবা খুচরা বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কেউ নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস ক্রয়/বিক্রয়/ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) দেশে উৎপাদিত যে কোনো ধরণের প্রিকারসর কেমিক্যালস ধার্যকৃত হারে মাদকশুল্ক পরিশোধ ব্যতিত বিক্রয় করা যাইবে না।

(৩) পাইকারি বা খুচরা বিক্রেতা বা কোনো পারমিটধারী তাহার পারমিটে উল্লিখিত পরিমাণের অধিক নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস ক্রয় করিতে পারিবেন না।

(৪) লাইসেন্সধারী পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, পারমিটধারী কিংবা প্রান্তিক ব্যবহারকারী (End user) ব্যতিত অন্য কাহারও নিকট নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস বিক্রয় করা যাইবে না।

(৫) ব্যবস্থাপত্রধারী কোনো রোগী বা তাহার প্রতিনিধি ব্যতিত অন্য কাহারো নিকট পেথিডিন, মরফিন, ফেন্টানাইল, ট্যাপেন্টাডল, ট্রামাডল, এফিড্রিন, ন্যালবুফাইন ইত্যাদি নারকোটিক বা সাইকোট্রোপিক জাতীয় ঔষধ খুচরা বিক্রয় করা যাইবে না।

(৬) ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত পরিমাণের অধিক এবং একবারের বেশি বিক্রয় করা যাইবে না। বিক্রয়ের পর বিক্রেতাকে ব্যবস্থাপত্রের একটি ফটোকপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৭) বিক্রয়ের পর ব্যবস্থাপত্রে বিক্রয় সংক্রান্তে বিক্রেতা কর্তৃক স্ট্যাম্পিং করিতে হইবে এবং অনুলিপি ক্রেতাকে প্রদান করিতে হইবে।

১০। **চিকিৎসাজনিত ব্যবস্থাপত্র সংক্রান্তঃ**

১. ব্যবস্থাপত্র প্রদানকারী প্রত্যেক চিকিৎসক তার নিজ নামে মুদ্রিত প্যাডে ব্যবস্থাপত্র দিবেন । ব্যবস্থাপত্রে চিকিৎসকের নাম, ঠিকানা, অর্জিত ডিগ্রি রেজি: নম্বর, স্বাক্ষর, তারিখ, রোগির নাম, ঠিকানা, বয়স, লিঙ্গ, রোগির জন্য নির্বাচিত মাদকদ্রব্যের বাণিজ্যিক বা বৈজ্ঞানিক নাম, পরিমাণ, ব্যবহারের মাত্রা ও সময়কাল লিখিত থাকিবে ।

২. কোনো প্রাণী চিকিৎসক কর্তৃক প্রাণির চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিলে উপধারা - ১ এ বর্ণিত রোগির বিবরণের পরিবর্তে প্রাণির বিবরণ এবং প্রাণির মালিকের নাম, ঠিকানা, বয়স, পেশা ও লিঙ্গ লিখিতে হইবে। ব্যবস্থাপত্রের উপর " শুধুমাত্র প্রাণি চিকিৎসার জন্য ব্যবহার্য" কথাটি লিখিতে হইবে।

১১। পরিবহন পাসঃ

(১) পরিবহন পাস ব্যতিত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস পরিবহন করা যাইবে না।

(২) রেল, সড়ক, নৌ ও আকাশ পথের এক বা একাধিক পথে নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস বহন বা পরিবহন করা যাইবে। তবে পাসের উপর অবশ্যই বহন বা পরিবহন লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে। কোনো ক্রমেই পাসে উল্লেখিত পথ ব্যতিত অন্য কোনো পথে বহন বা পরিবহন করা যাইবে না।

(৩) পাসের মেয়াদ ইস্যুর তারিখ হইতে ০১ (এক) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। পাসে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে বহন বা পরিবহন করা সম্ভব না হইলে যথোপযুক্ত কারণ দর্শাইলে জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ অঞ্চল কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার আরো ০১ (এক) মাস বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৪) নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর পরিবহন পাস এর জন্য তপসিল -২ এর ফরম-২/৫ এ আবেদন করিতে হইবে এবং তপসিল -৩ এর ফরম ৩/৬ এর পরিবহন পাস ইস্যু করিতে হইবে।

(৫) লাইসেন্স বা পারমিটপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেহ নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস বহন বা পরিবহন করিতে চাইলে পাসের আবেদনপত্রে সংশ্লিষ্ট নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস-এর লাইসেন্স বা পারমিটপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত বহন বা পরিবহনকারী ব্যক্তির সততা ও সুনাম সম্পর্কে প্রত্যয়ন করিবেন এবং বহন বা পরিবহনের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে যথাযথভাবে ক্ষমতা অর্পণ করিবেন।

(৬) ডাকঘর বা কোনো পার্সেল পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস পরিবহন করিতে হইলে পাসের একটি সত্যায়িত ফটোকপি উক্ত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর বাক্স, পার্সেল বা মোড়কের গায়ে দৃশ্যমান স্থানে ভালোভাবে আটিয়ে দিতে হইবে যাহাতে উহা কোনো ভাবেই বিচ্ছিন্ন না হয়।

(৭) ব্যবস্থাপত্রের ভিত্তিতে কোনো রোগী বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক কোনো খুচরা বিক্রয়ের দোকান হইতে কোনো নারকোটিক ড্রাগস (পেথিডিন, মরফিন ইত্যাদি) ক্রয় করিয়া উহা বহন বা পরিবহনের জন্য পাসের প্রয়োজন হইবে না, এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্রই পাস বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। মাদকদ্রব্য জাতীয় পণ্যের লাইসেন্স/পারমিট পরিদর্শনঃ

(১) মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার আইনের ধারা ২০ এর বিধান অনুযায়ী পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের অধীন যাবতীয় বহি বা রেজিস্টার পরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এ তপশিলভুক্ত মাদকদ্রব্য (অ্যালকোহল ব্যতিত) প্রস্তুতের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, উপকরণ, বাটখারা, পরিমাপ যন্ত্র, পরীক্ষাযন্ত্র, ইত্যাদির যাচাই, পরীক্ষা, ওজন ও পরিমাপ করিতে পারিবেন।

(২) **সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক প্রতি মাসে অন্যূন একবার এবং জেলা বা মেট্রো বা বিশেষ জোন এর অফিস প্রধান** প্রতি তিনমাসে অন্যূন একবার উপ-বিধি (১) অনুযায়ী পরিদর্শন করিবেন এবং তফসিল-৪ এ বর্ণিত ফরম ৪/১ এ পরিদর্শন প্রতিবেদনের কপি প্রস্তুতক্রমে, **উপপরিচালকের নিকট এবং উপপরিচালকের ক্ষেত্রে** অতিরিক্ত পরিচালকের মাধ্যমে মহাপরিচালকের নিকট এবং অতিরিক্ত পরিচালকের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করিবেন।

(৩) লাইসেন্স/পারমিটের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে লাইসেন্স/পারমিটে উল্লিখিত কোনো শর্ত লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হইলে তাহা প্রতিবেদনে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক দাখিল করিতে হইবে এবং উপ-বিধি (২) অনুসারে যাহার নিকট পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হইবে তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ -এর ধারা ১৫ ও ধারা ১৬ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) এই বিধির অন্যান্য উপ-বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক যে কোনো সময় যে কোনো অফিসারকে বিশেষ প্রয়োজনে যে কোনো লাইসেন্স বা পারমিটের স্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এ তপশিলভুক্ত মাদকদ্রব্য (অ্যালকোহল ব্যতিত) মজুদ, সংরক্ষণ, বিক্রয় বা ব্যবহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিদর্শনের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৩। মাদকশুল্ক আদায়ের পদ্ধতি:

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ২য় তপশিলের ৮ নং ক্রমিক এ বর্ণিত মাদকদ্রব্য থেকে বা সময়ে সময়ে সরকার ঘোষিত দেশে উৎপাদিত মাদকদ্রব্য জাতীয় দ্রব্যাদির উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমান মাদক শুল্ক পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর অধীন কোনো মাদকদ্রব্য জাতীয় দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি, গবেষণা, অধিদপ্তরের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ব্যবহার ও অধিদপ্তরের অফিসারদের প্রশিক্ষণার্থে নমুনা সরবরাহের ক্ষেত্রে মাদকশুল্ক রেয়াত দেওয়া যাইবে।

(৩) মাদক শুল্কের টাকা নির্ধারিত কোডে কোনো তপশিলী ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর চালানের কপি জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ অঞ্চল কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) প্রত্যেক জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ট্রেজারী চালান রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিবেন এবং ট্রেজারী চালানের অনলাইন ভেরিফিকেশন সম্পাদন করিবেন।

(৫) মাদকশুল্ক ছাড়াও এই বিধিমালার অধীন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত মাদকদ্রব্য জাতীয় দ্রব্যাদির লাইসেন্স/পারমিট ইত্যাদির ফি বাবদ এবং কোনো লাইসেন্সীর নিকট হইতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১ এর ১৫ ধারা অনুযায়ী বিভাগীয় আপোষ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থও মাদকশুল্ক খাতে জমা করিতে হইবে।

১৪। লাইসেন্স/পারমিট ফিস :

এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় সকল প্রকার লাইসেন্স ও পারমিটের জন্য লাইসেন্সী/পারমিটধারীকে এই বিধিমালার "টেবিল-১" এ বর্ণিত লাইসেন্স/পারমিট ফি প্রদান করিতে হইবে। লাইসেন্স/পারমিটসমূহ নবায়নের ক্ষেত্রেও বিধি মোতাবেক লাইসেন্স/পারমিট ফিস প্রদেয় হইবে।

১৫। বহন ও পরিবহন :

(১) পরিবহন পাস ব্যতিত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস বহন বা পরিবহন করা যাইবে না।

(২) দৈব দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ব্যতিত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস বহন বা পরিবহনকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা চুরি হইলে বা ইহাতে যে কোনো পরিমাণ ঘাটতি হইলে উহার জন্য সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স/পারমিটধারী ব্যক্তি ও পরিবহনকারী দায়ী থাকিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিষয়ে নিরাপত্তা হেফাজতের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন মর্মে প্রমাণ করিতে না পারিলে লাইসেন্স/পারমিটধারী ব্যক্তি ও পরিবহনকারী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৯ ধারা লংঘনের অপরাধে শাস্তি যোগ্য হইবেন।

(১) দায়িত্ব পালনকালে সংশ্লিষ্ট অফিসার/কর্মচারীর ক্ষেত্রে নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস বহন বা পরিবহনের জন্য পাসের প্রয়োজন হইবে না, অধিদপ্তর কর্তৃক তাহাকে দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত কাগজপত্রই পাস বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) প্রিকারসর কেমিক্যালস খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খুচরা ক্রয়কারীকে বিক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত ক্যাশ মেমো পরিবহন পাস হিসাবে গণ্য হইবে।

১৬। অঙ্গীকারনামা: নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানী, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াতকরণ লাইসেন্স গ্রহণের পূর্বে উক্ত লাইসেন্সের আবেদনকারীকে মহাপরিচালক কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণে ৩০০ টাকার ননজুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিয়া মহাপরিচালক বরাবরে ঘোষণা করিতে হইবে যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৯ এর উপধারা ৩ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্যেশ্যে সংশ্লিষ্ট নারকোটিকস ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস ব্যবহার করা হইবে না।

১৭। সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ :

(১) লাইসেন্সধারী আমদানিকারক/রপ্তানিকারক, উৎপাদক ও প্রক্রিয়াজাতকারী, পাইকারি বিক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতা, শিল্প, কলকারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কাজে, ল্যাবরেটরী ও অন্যান্য স্থানে ব্যবহারকারী ব্যতিত অন্য কেউ নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস সংরক্ষণ বা গুদামজাত করিতে পারিবে না।

(২) লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্থান ব্যতিত অন্য কোনো স্থানে নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস সংরক্ষণ বা গুদামজাত করা যাইবে না।

(৩) কোনো যুক্তিসঙ্গতকারণে লাইসেন্সে উল্লিখিত স্থান ব্যতিত অন্য কোনো স্থানে নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস সংরক্ষণ ও গুদামজাত করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সী বা পারমিটধারীকে পৃথক গুদামজাতকরণ লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) কোনো যুক্তিসঙ্গতকারণে লাইসেন্সে উল্লিখিত গুদামজাতকরণের স্থান বা গোডাউন বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হইতে অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে এবং লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৫) ঘনবসতিপূর্ণ স্থান বা জনবহুল বা আবাসিক এলাকায় প্রিকারসর কেমিক্যালস এর বিক্রয় লাইসেন্স ও গুদামজাতকরণ লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না।

১৮। লাইসেন্স ইত্যাদি হস্তান্তর বা স্থানান্তরঃ (১) মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতিত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এ তপশিলভুক্ত মাদকদ্রব্য (অ্যালকোহল ব্যতিত) এর

১) কোনো লাইসেন্স বা পারমিট হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা যাইবে না ;

২) লাইসেন্স বা পারমিটে অংশীদার হিসাবে কাহাকেও গ্রহণ বা কার্য সম্পাদন করিতে দেওয়া যাইবে না ;

৩) লাইসেন্স বা পারমিটে বর্ণিত অনুমোদিত স্থান ব্যতিত অন্য কোনো স্থানে উক্ত লাইসেন্স বা পারমিটবলে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না ;

৪) মজুদ লাইসেন্স বলে লাইসেন্স প্রেমিজেসের বাহিরে মজুদ বা সংরক্ষণ করা যাইবে না।

১৯। **লাইসেন্স বা পারমিট সমর্পণ।**- (১) কোনো লাইসেন্সি বা পারমিটধারী লাইসেন্স বা পারমিট পরিচালনায় অসমর্থ হইলে উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যাকরত উক্ত লাইসেন্স বা পারমিট, প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট, স্বেচ্ছায় সমর্পণের আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে উক্ত লাইসেন্সি বা পারমিটধারীর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করিয়া উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত আবেদন অনুমোদন করিতে পারিবেন।

২০। **লাইসেন্স বা পারমিটের মালিকানা, ঠিকানা পরিবর্তন, অংশীদার নিয়োগ**।- (১) মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতীত লাইসেন্স বা পারমিটের মালিকানা, ক্ষেত্রমত, সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিবর্তন বা অংশীদার নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) লাইসেন্সধারী বা পারমিটধারী ব্যক্তি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে লাইসেন্স/পারমিটের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে চান, কিংবা লাইসেন্স বা পারমিটের কার্যক্রম পরিচালনা করিতে সক্ষম না হওয়ায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাহাতে যদি কোনো অংশীদার নিয়োগ করিতে চান তাহা হইলে উপযুক্ত দলিল প্রমাণাদি যথা অংশীদারিত্বের চুক্তিনামা এবং অংশীদারিত্ব প্রদান ও গ্রহণ সংক্রান্ত যথাযথ এফিডেভিট ইত্যাদি সমর্থিত কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক মহাপরিচালকের বরাবর তফসিল-২ এ বর্ণিত ফরম-২/৭ এ আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক একজন তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত তদন্তকারী অফিসার আবেদনে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কাগজাদি পরীক্ষাক্রমে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে এতৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন উপপরিচালকের ক্ষেত্রে বিভাগীয় অফিসারের নিকট এবং অন্য কোনো তদন্তকারী অফিসারের ক্ষেত্রে উপপরিচালকের মাধ্যমে বিভাগীয় অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৫) বিভাগীয় অফিসার, তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) মহাপরিচালক বিভাগীয় অফিসারের মতামত ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে আবেদনটি অনুমোদনপূর্বক সংশ্লিষ্ট উপপরিচালককে লাইসেন্স বা পারমিটের মালিকানা, ক্ষেত্রমত, সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিবর্তন বা অংশীদার নিয়োগের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

২১। **লাইসেন্সির মৃত্যুজনিত কারণে লাইসেন্সের বন্দোবস্ত**।- (১) কোনো লাইসেন্সি মৃত্যুবরণ করিলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক লাইসেন্সির মৃত্যুর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংবাদটি অধিদপ্তরকে অবহিত করিবেন।

(২) কোনো লাইসেন্সি মৃত্যুবরণ করিলে লাইসেন্সির মৃত্যু সনদসহ বৈধ উত্তরাধীকারীগণ তফসিল-২ এর ফরম ২/৮ এ উপপরিচালক বরাবর আবেদন করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর উপপরিচালক স্বয়ং তদন্ত করিবেন অথবা একজন তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত তদন্তকারী অফিসার আবেদনে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কাগজাদি পরীক্ষাক্রমে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে এতৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন উপপরিচালকের ক্ষেত্রে বিভাগীয় অফিসারের নিকট এবং অন্য কোনো তদন্তকারী অফিসারের ক্ষেত্রে উপপরিচালকের মাধ্যমে বিভাগীয় অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৫) বিভাগীয় অফিসার, তদন্তকারী অফিসারের দাখিলকৃত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি ও মতামত পরীক্ষা করিয়া সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) মহাপরিচালক বিভাগীয় অফিসারের মতামত ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে আবেদনটি অনুমোদনপূর্বক উহা সংশ্লিষ্ট উপপরিচালককে অবহিত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মহাপরিচালক যুক্তিসঙ্গত মনে না করিলে আবেদনটি অন্য কোনো প্রকারে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

২২। হিসাব সংরক্ষণঃ

(১) লাইসেন্স ও পারমিট বলে আমদানি/রপ্তানি/উৎপাদন/পাইকারি/ব্যবহার/খুচরা বিক্রয়কৃত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর হিসাব যথাক্রমে তপসিল-৪ এর ৪/২, ৪/৩, ৪/৪, ৪/৫, ৪/৬ নং ফরমে নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক প্রকার নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর জন্য আলাদা আলাদা রেজিস্টার ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক মাসের শেষে লাইসেন্সধারী বা প্রতিষ্ঠান তার আওতাধীন নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর হিসাবের যোগফল ও সমাপ্তি জের পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং হিসাবের নির্ভুলতা সম্পর্কে সত্যায়ন করিয়া স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৪) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রত্যেক লাইসেন্স বা পারমিটধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ অঞ্চল এর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস এর হিসাবের বিস্তারিত বিবরণী দাখিল করিবেন।

২৩। **লাইসেন্স/পারমিটের মেয়াদ শেষে অবশিষ্ট অথবা বাজেয়াপ্তকৃত অথবা ব্যবহার অযোগ্য কিংবা মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস জাতীয় মাদকদ্রব্য ইত্যাদির বিলিবন্দেজঃ**

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর অধীন ইস্যুকৃত কোনো লাইসেন্স বা পারমিটের মেয়াদ শেষ হইবার পর উক্ত লাইসেন্স বা পারমিট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নবায়ন না হইলে বা লাইসেন্স/পারমিট সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল বা স্বেচ্ছায় সমর্পণ (Surrender) করা হইলে উক্ত লাইসেন্স/পারমিটের আওতাধীন অবশিষ্ট সমুদয় নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসারের মাধ্যমে চলতি পাইকারি বাজার দরে অন্য কোনো অনুরূপ লাইসেন্স বা পারমিটধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা যাইবে।

(২) বাজেয়াপ্তকৃত কোনো নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাসায়নিক পরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য হইলে তাহা এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স বা পারমিটধারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। নিলামের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে মাদক শুল্ক খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) রাসায়নিক পরীক্ষক কর্তৃক ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষিত নারকোটিক ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও প্রিকারসর কেমিক্যালস মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ জোন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক বাজেয়াপ্তকরণপূর্বক জেলা মাদকদ্রব্য বিনষ্টকরণ কমিটির মাধ্যমে ধ্বংস করিতে হইবে।

২৪। লাইসেন্স/পারমিট/পাস-এর শর্ত ভংগের **বিভাগীয় আপোষ নিষ্পত্তিঃ**

(১) যদি কোনো লাইসেন্সী/পারমিটধারী/পাসধারী লাইসেন্স/পারমিট/পাস-এ উল্লিখিত শর্ত লংঘন করেন তাহা হইলে লাইসেন্স/পারমিট/পাস প্রদানকারী অফিসারের বিবেচনায় লাইসেন্স/পারমিট/পাসধারীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় কোনো কার্যক্রম গ্রহণের পরিবর্তে প্রথম বার শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ভবিষ্যতে এইরূপ শর্ত লংঘন না করিবার জন্য ৩০০ টাকার নন জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে হলফনামার মাধ্যমে অঙ্গিকার বা মুচলেকা গ্রহণ করিয়া অনুর্ধ ১(এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক উক্ত অভিযোগের বিভাগীয় আপোষ নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(২) এক্ষেত্রে লাইসেন্স/পারমিট/পাসধারীকে শর্ত ভংগের কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে কারণ দর্শাইতে হইবে। জবাব সন্তোষজনক না হইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ১৫(১)(ক) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে। কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল না করিলে আইনের ১৬(১) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) জরিমানার টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

২৫। অস্পষ্টতা দূরীকরণঃ এই বিধিমালার কোনো বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যক্রম করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, আইনের বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, প্রশাসনিক আদেশ ধারা বিষয়টি স্পষ্টীকরণ করিতে বা ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। রহিতকরণ ও হেফাজত:

(১) এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার সংগে সংগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৯ রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ হওয়া সত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন যে সকল কার্যক্রম, নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এই বিধিমালার অধীন সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিধিমালা জারির তারিখে অনিস্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর, এই বিধিমালায় যে সকল বিধান করা হইয়াছে সেই একই বিষয় সম্পর্কিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স ও পারমিট ফিস) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধানসমূহ বিলুপ্ত হইবে।

(৪) উপবিধি (৩) এর অধীন গৃহীত বা কৃত কার্যক্রম, প্রদত্ত বা ধার্যকৃত লাইসেন্স বা পারমিট ফিস এই বিধিমালার অধীন গৃহীত, কৃত, প্রদত্ত বা ধার্যকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

তফসিল-১

"টেবিল"

লাইসেন্স/পারমিট ও ফিস

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-১৬ মোতাবেক}

ক্রমিক নং	লাইসেন্স/পারমিট এর বিবরণ	ফিসের হার (টাকায়)
১।	**নারকোটিক ড্রাগস এর লাইসেন্স/পারমিট ফিস (পেথিডিন, মরফিন, ফেন্টানিল ও অন্যান্য)**	
	ক) নারকোটিক ড্রাগস I) আমদানী, মজুদ ও পাইকারী বিক্রয় লাইসেন্স ফিস। II) রপ্তানী ও রপ্তানীর উদ্দেশ্যে মজুদ লাইসেন্স ফিস।	I) ৫০,০০০ টাকা II) ১৫,০০০ টাকা
	খ) উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ ও পাইকারী বিক্রয় লাইসেন্স ফিস।	৫০,০০০ টাকা
	গ) মজুদ ও পাইকারী বিক্রয় লাইসেন্স ফিস (উৎপাদনকারী ও অন্যান্য পাইকারী বিক্রেতা)	১০,০০০ টাকা
	ঘ) মজুদ ও খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স ফিস (ফার্মেসী)	মহানগরের ক্ষেত্রে ২,৫০০ টাকা এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ২,০০০ টাকা
	ঙ) ব্যবহারের পারমিট ফিস ক) সরকারী-বেসরকারী ক্লিনিক হাসপাতালের ক্ষেত্রে	মহানগরের ক্ষেত্রে ২,৫০০ টাকা এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ২,০০০ টাকা
২।	**সাইকোট্রপিক/সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স এর লাইসেন্স/পারমিট ফিস**	
	ক) আমদানী/রপ্তানী/উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ লাইসেন্স ফিস ।	৫০,০০০ টাকা
	খ) পাইকারী বিক্রয় লাইসেন্স ফিস।	৩০,০০০ টাকা
	গ) খুচরা বিক্রয় লাইসেন্স ফিস। (মহানগর এলাকায়)	১৫,০০০/-
	ঘ) খুচরা বিক্রয় লাইসেন্স ফিস। (অন্যান্য এলাকায়)	১০,০০০ টাকা
	ঙ) মজুদ লাইসেন্স ফিস	৫,০০০ টাকা
	চ) ব্যবহারের পারমিট ফিস (প্রান্তিক ব্যবহারকারী ব্যতীত)	৩০০০ টাকা
	ছ) মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পারমিট (চিকিৎসা ও গবেষণার প্রয়োজনে প্রান্তিক ব্যবহারকারী হিসেবে ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান)	২,০০০ টাকা
	জ) ব্যবহারের পারমিট ফিস (অন্যান্য প্রান্তিক ব্যবহারকারী)	৩০০০ টাকা
৩।	**প্রিকারসর কেমিক্যালস এর লাইসেন্স/পারমিট ফিস**	
	ক) আমদানী/রপ্তানী লাইসেন্স ফিস ।	১। ২০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ২০,০০০ টাকা ২। ২০০ মেট্রিক টন এর উর্দ্ধে এবং ৫০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ৪০,০০০ ৩। ৫০০ মেট্রিক টন এর উর্দ্ধে ৬০,০০০ টাকা
	খ) আমদানী/রপ্তানীর ছাড়পত্র (Import Authorization): ১। আমদানী ছাড়পত্র (প্রতি শিপমেন্ট) ২। রপ্তানী অনুমোদন (প্রতি শিপমেন্ট)	১। বার্ষিক বরাদ্দ অনুযায়ী প্রতি মেট্রিক টন বা অংশ বিশেষের জন্য ৩০০ টাকা তবে নূন্যতম ৫০০০/- ২। শূন্য
	গ) আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক খালাসের জন্য অনাপত্তিপত্র (NOC) (প্রতিবার শুল্ক খালাসের জন্য)	৫,০০০ টাকা
	ঘ) উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরণ লাইসেন্স ফিস	৫০,০০০ টাকা
	ঙ) পাইকারী বিক্রয় লাইসেন্স ফিস	৩০,০০০ টাকা
	চ) খুচরা বিক্রয় লাইসেন্স ফি	২০,০০০ টাকা
	ছ) মজুদের লাইসেন্স ফিস	১০,০০০ টাকা
	জ) মজুদের লাইসেন্স ফিস (লাইসেন্স-এ উল্লিখিত ঠিকানা ব্যতীত অন্য ঠিকানায় মজুদের ক্ষেত্রে।)	৩০,০০০/- টাকা

	ঞ) ব্যবহারের পারমিট (প্রান্তিক ব্যবহারকারী ব্যতীত) (৫০ মেঃ টনের উর্দ্ধে) ফিস	১৫,০০০ টাকা
	ট) ব্যবহারের পারমিট (প্রান্তিক ব্যবহারকারী ব্যতীত) (৫০ মেঃ টন পর্যন্ত) ফিস	৮,০০০ টাকা
	ঠ) ব্যবহারের পারমিট ফিস (প্রান্তিক ব্যবহারকারী)	৩০০০ টাকা
	ড) মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পারমিট (চিকিৎসা ও গবেষণার প্রয়োজনে প্রান্তিক ব্যবহারকারী হিসেবে ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান)	২,০০০ টাকা
৪।	**যে কোন ধরণের লাইসেন্স/পারমিট বিলম্বে নবায়ন ফিস**	
	ক) ৩(তিন) মাস পর্যন্ত বিলম্বের জন্য	মূল লাইসেন্স/পারমিট ফি এর অতিরিক্ত ২৫%
	খ) ৬(ছয়) মাস পর্যন্ত বিলম্বের জন্য	মূল লাইসেন্স/পারমিট ফি এর অতিরিক্ত ৫০%
	গ) ৬(ছয়) মাসের উর্ধ্বে কিন্তু ০৩ বছরের মধ্যে বিলম্বের জন্য	মূল লাইসেন্স/পারমিট ফি এর অতিরিক্ত ৬০%
৫।	**ডুপ্লিকেট লাইসেন্স/পারমিট ফিস**	
	ক) যে কোন ধরনের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স	মূল লাইসেন্স ফি এর ২০%
	খ) যে কোন ধরনের ডুপ্লিকেট পারমিট	মূল পারমিট ফি এর ২০%

তফশিল-২

ফরম-২/১

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর ৪ বিধি মোতাবেক)}

নারকোটিক ড্রাগস/সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস এর আমদানি/রপ্তানি/উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ/ পাইকারি বিক্রয়/খুচরা বিক্রয়/মজুদ ইত্যাদির লাইসেন্স এবং ব্যবহারের পারমিট প্রাপ্তির আবেদন

বরাবর
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
.....

১. আবেদনকারী /প্রতিষ্ঠানের নাম : .....
২. প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারীর নাম : .....
৩. মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ----------
৪. পিতা/স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ----------
৫. ঠিকানাঃ
স্থায়ী : ----------
বর্তমান : ----------
জাতীয়তাঃ .....জাতীয় পরিচয়পত্র নং: ----------
৬. প্রতিষ্ঠানের মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল এবং আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
৭. প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের বিস্তারিত ঠিকানা ও পরিচিতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
৮. আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের অবস্থান : ----------
৯. বিনিয়োগ বোর্ড/বিসিকের রেজিষ্ট্রেশন নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
১০. দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগের পরিমাণ ও অর্থের উৎস (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
১১. পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
১২. ফার্মাসিস্ট সনদ ও নিয়োগপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
১৩. ব্যাংক স্বচ্ছলতার বিবরণ :
১৪. ঔষধ প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত ড্রাগ লাইসেন্স/ড্রাগ প্রস্তুত লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
১৪. ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
১৫. ফায়ার সার্ভিস/বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র/লাইসেন্স :
১৬. মাদকদ্রব্যের বাণিজ্যিক নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, রেসিপি (ফর্মুলা) ও পরিমাণসহ বিস্তারিত তালিকা (প্রয়োজনে পৃথক শীট সংযোজন করা যাইবে): .....
.....
১৭. অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা :
১৮. ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও প্রকার : ----------
১৯. প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ : ---------- মেয়াদকাল :----------
২০. টিআইএন : ----------
২১. আবেদনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অন্যান্য তথ্য :

এই আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজ-পত্রাদি আমার জানামতে সত্য। কোনো তথ্য বা কাগজ-পত্র মিথ্যা বা জাল বা ভুয়া প্রমাণিত হইলে আমার আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও সিলমোহর

(এ আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ অঞ্চল কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে। আবেদন পত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলি এবং প্রামাণিক কাগজপত্র না থাকিলে আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বিবেচনায় বাতিলযোগ্য হইবে।)

ফরম নং-২/২

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর ৪ বিধি মোতাবেক}

প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানি/রপ্তানি/উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ/ পাইকারি বিক্রয়/খুচরা বিক্রয়/মজুদ ইত্যাদির লাইসেন্স এবং ব্যবহারের পারমিট প্রাপ্তির আবেদনপত্র

বরাবর
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
....

১. আবেদনকারী /প্রতিষ্ঠানের নাম : ....
২. প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর নাম : ....
৩. পিতার নাম(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : --
৪. মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : --
৫. ঠিকানা : --
স্থায়ী : --
বর্তমান : --
জাতীয়তাঃ ....জাতীয় পরিচয়পত্র নং: ------------------------------------
৬. প্রতিষ্ঠানের মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল এবং আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
৭. প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের বিস্তারিত ঠিকানা ও পরিচিতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
৮. আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের অবস্থান : --
৯. বিনিয়োগ বোর্ড/বিসিকের রেজিষ্ট্রেশন নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
১০. দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগের পরিমাণ ও অর্থের উৎস (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
১১. পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
১২. প্রিকারসর কেমিক্যালস এর নাম ও পরিমান :..
....
১২. ব্যাংক স্বচ্ছলতার বিবরণ :
১৩. ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
১৪. ফায়ার সার্ভিস/বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র/লাইসেন্স :
১৫. অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা :
১৬. প্রিকারসর কেমিক্যালস এর বাণিজ্যিক নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, রেসিপি (ফর্মূলা) ও পরিমাণসহ বিস্তারিত তালিকা (প্রয়োজনে পৃথক শীট সংযোজন করা যাইবে) :
....
....
১৭. ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও প্রকার : --
১৮. প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ : -- মেয়াদকাল :------------------------------
১৯. টিআইএন : --
২০. আবেদনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অন্যান্য তথ্য :

এই আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজ-পত্রাদি আমার জানামতে সত্য। কোনো তথ্য বা কাগজ-পত্র মিথ্যা বা জাল বা ভুয়া প্রমাণিত হইলে আমার আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও সিলমোহর

(এ আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ অঞ্চল কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে। আবেদন পত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলি এবং প্রামাণিক কাগজপত্র না থাকিলে আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বিবেচনায় বাতিলযোগ্য হইবে।)

ফরম-২/৩

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-৬ মোতাবেক}

নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস/প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানির ছাড়পত্র প্রাপ্তির আবেদনপত্র

বরাবর
মহাপরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (জেলা/মেট্রো/বিশেষ জোন এর অফিস প্রধান)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
.....

১. আবেদনকারী/প্রতিষ্ঠানের নাম : .....
২. প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারীর নাম : .....
৩. পিতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ----------
৪. মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ----------
৫. ঠিকানা : ----------
স্থায়ী : ----------
বর্তমান : ----------
জাতীয়তা : .....জাতীয় পরিচয়পত্র নং: ----------
৮. আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের অবস্থান : ----------
৯. ব্যাংক স্বচ্ছলতার বিবরণ :
১০. ফায়ার সার্ভিস/বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র/লাইসেন্স :
১১. অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা :
১২. ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও প্রকার : ----------
১৩. ইতোপূর্বে কোনো ছাড়পত্র পাইয়াছেন কিনা, পাইলে উহার নম্বর ও তারিখ :.....
১৪. আমদানির দেশ ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং আমদানির রুট : .....
১৫. আমদানি কাজে সহায়তাকারী ইনডেন্টর/এজেন্টের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা :.....
.....
১৬. আমদানির সম্ভাব্য সময়কাল :.....
১৭. প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ : ---------- মেয়াদকাল :----------
১৮. টিআইএন/বিআইএন : ----------
১৯. আবেদনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অন্যান্য তথ্য :

এই আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজ-পত্রাদি আমার জানামতে সত্য। কোনো তথ্য বা কাগজ-পত্র মিথ্যা বা জাল বা ভুয়া প্রমাণিত হইলে আমার আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও সিলমোহর

(এ আবেদন পত্র অধিদপ্তর অথবা সংশ্লিষ্ট জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ জোন কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে। আবেদন পত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলি এবং প্রামাণিক কাগজপত্র না থাকিলে আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বিবেচনায় বাতিলযোগ্য হইবে।)

ফরম-২/৪

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-৬ মোতাবেক}

নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস/প্রিকারসর কেমিক্যালস রপ্তানীর ছাড়পত্র প্রাপ্তির আবেদনপত্র

বরাবর
মহাপরিচালক/উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (জেলা/মেট্রো/বিশেষ জোন এর অফিস প্রধান)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
.....

১. আবেদনকারী/প্রতিষ্ঠানের নাম : .....
২. প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর নাম : .....
৩. পিতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ----------
৪. মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ----------
৫. ঠিকানা : ----------
স্থায়ী : ----------
বর্তমান : ----------
জাতীয়তা : .....জাতীয় পরিচয়পত্র নং: ----------
৮. আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের অবস্থান : ----------
৯. ব্যাংক স্বচ্ছলতার বিবরণ :
১০. ফায়ার সার্ভিস/বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র/লাইসেন্স :
১১. অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা :
১২. ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও প্রকার : ----------
১৩. ইতোপূর্বে কোনো ছাড়পত্র পাইয়াছেন কিনা, পাইলে উহার নম্বর ও তারিখ :.....
১৪. রপ্তানির দেশ ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং আমদানি/রপ্তানির রুট : .....
১৫. রপ্তানি কাজে সহায়তাকারী ইনডেন্টর/এজেন্টের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা :.....
.....
১৬. রপ্তানির সম্ভাব্য সময়কাল :.....
১৭. প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ : ---------- মেয়াদকাল :----------
১৮. টিআইএন/বিআইএন: ----------
১৯. আবেদনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অন্যান্য তথ্য :

এই আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজ-পত্রাদি আমার জানামতে সত্য। কোনো তথ্য বা কাগজ-পত্র মিথ্যা বা জাল বা ভুয়া প্রমাণিত হইলে আমার আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও সিলমোহর

(আবেদন পত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলি এবং প্রামাণিক কাগজপত্র না থাকিলে আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বিবেচনায় বাতিলযোগ্য হইবে।)

ফরম -২/৫

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর ১২ বিধি মোতাবেক}

মাদকদ্রব্য বহন/পরিবহনের জন্য পাসের আবেদনপত্র।

বরাবর
উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (জেলা/মেট্রো/বিশেষ জোন এর অফিস প্রধান)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
.....

১। আবেদনকারী নাম : ----------

২। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : ----------

৩। সংশ্লিষ্ট মাদকদ্রব্য সরবরাহকারীর লাইসেন্স নং : ----------
প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ : ----------
মেয়াদকাল : ----------

৪। যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হইতে মাদকদ্রব্যের সরবরাহ গ্রহণ করিতে হইবে তাহার নাম, ঠিকানা, লাইসেন্স নং ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নাম : ----------

৫। যে স্থানে পরিবহন করিয়া আনিতে হইবে উহার নাম ও ঠিকানা : ----------
----

৬। পরিবহনের রুট ও মাধ্যম : ----------

৭। পরিবহনের সম্ভাব্য সময়কাল : ----------

৮। পরিবহনের উদ্দেশ্য : ----------

৯। পরিবহনে সহায়তাকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :----------

১০। ইতিপূর্বে সর্বশেষ কবে পরিবহন পাস নিয়াছেন ও কি পরিমাণ মাদকদ্রব্য পরিবহন করিয়াছেন : ----------
----

১১। ইতিপূর্বে পরিবহনকৃত মাদকদ্রব্যের খরচের বিবরণী : ----------

১২। অন্যান্য তথ্য যাহা আবেদনকারী তাহার আবেদনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সরবরাহ করিতে পারেন। (আবেদন পত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উপযুক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিতে হইবে)।

এই আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজ-পত্রাদি আমার জানামতে সত্য। কোনো তথ্য বা কাগজ-পত্র মিথ্যা বা জাল বা ভুয়া প্রমাণিত হইলে আমার আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও সিলমোহর।

ফরম- ২/৬

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর ৪ ও ৫ বিধি মোতাবেক}

নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস ব্যবহারের (চিকিৎসা ও গবেষণা প্রয়োজনে প্রান্তিক ব্যবহারকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য প্রান্তিক ব্যবহারকারী) পারমিট প্রাপ্তির আবেদন

বরাবর
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
.....

১. লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম :
২. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :
অফিস :
ব্যবসা স্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
৩. ট্রেড লাইসেন্স নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
৪. ফার্মাসিস্ট সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
৫. জাতীয় পরিচয় পত্র নং :
৬. টিআইএন/ বিআইএন নং :
৭. ব্যাংক স্বচ্ছলতা সনদ :
৮. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন/ সুপারিশ / ব্যবস্থাপত্র:
৯. অনুমোদিত নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক/ সাইকোঅ্যাক্টিব সাবসটেনসেস এর বিবরণ ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য :

এই আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজ-পত্রাদি আমার জানামতে সত্য। কোনো তথ্য বা কাগজ-পত্র মিথ্যা বা জাল বা ভুয়া প্রমাণিত হইলে আমার আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও সিলমোহর

(এ আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ অঞ্চল কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে। আবেদন পত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলি এবং প্রামাণিক কাগজপত্র না থাকিলে আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বিবেচনায় বাতিলযোগ্য হইবে।)

ফরম- ২/৭

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর ২০ বিধি মোতাবেক}

নারকোটিকস ড্রাগস, সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস, সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস, প্রিকারসর কেমিক্যালস এর লাইসেন্স বা পারমিটের মালিকানা বা অংশীদার নিয়োগের আবেদন

বরাবর
উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (জেলা/মেট্রো/বিশেষ জোন এর অফিস প্রধান)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
....

১. প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সীর নাম : ....

২. প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর নাম : ....

৩. মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : --

৪. পিতা/স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : --

৫. ঠিকানাঃ
স্থায়ী : --
বর্তমান : --
জাতীয়তাঃ ....জাতীয় পরিচয়পত্র নং: --

৬. লাইসেন্সীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও তাহাদের নাম :

৭. লাইসেন্স প্রাপ্তির তারিখ :

৮. লাইসেন্সের প্রকার : --

৯. লাইসেন্সকৃত প্রেমিসেসের অবস্থান:

১০. লাইসেন্স ইস্যু করিবার পর কোনো অনিয়ম হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ:

১১. যদি কোনো অনিয়ম হইয়া থাকিলে গৃহীত ব্যবস্থা :

১২. ক) লাইসেন্সীর বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারী মামলা হইয়াছিল কিনা?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
খ) কোনো ফৌজদারী মামলা হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ও বর্তমান অবস্থা:..

১৩. ব্যাংক স্বচ্ছলতার বিবরণ :

১৪. হালনাগার আয়কর পরিশোধের রশিদ/সনদ : --

১৫. ক) লাইসেন্সী অন্য কোনো ব্যবসায় জড়িত আছে কিনা?...
খ) যদি অন্য কোনো ব্যবসায় জড়িত থাকেন, সেই ব্যবসার বিবরণ:

১৬. ক) লাইসেন্সীর বর্তমানে কোনো অংশীদার আছে কিনা?
খ)যদি অংশীদারে হইয়া থাকে, তাহা হইলে কতজন, তাহা উল্লেখ করুন...
গ) নতুন কোনো অঙশীদর প্রস্তাব করা হইলে তাহার কারণ কি? ....
ঘ) শারীরিকভাবে কোনো অক্ষমতা আছে কিনা?...
ঙ) প্রস্তাবিত অংশীদারের নাম ও ঠিকানা
চ) বর্তমানে লাইসেন্সীর বা অংশীদারদের সহিত প্রস্তাবিত অংশীদারদের সম্পর্ক কি?
ছ) প্রস্তাবিত অংশীদারদের ব্যবসায়ীক কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা এবং তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল কিনা? (প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)

১৭. বর্তমান লাইসেন্সীর সাথে প্রস্তাবিত অংশীদারিত্ব ব্যবসার এফিডেভিট......................................

১৮. প্রস্তাবিত অংশীদারের ০২ (দুই) কপি সত্যায়িত সংযুক্ত করিতে হইবে।:

১৯. প্রস্তাবিত অংশীদার কোনো ফৌজদারী মামলারয় নৈতিক স্খলনজনিত কারণে অন্যূন ৩(তিন) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত কিংবা ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার অধিক অর্থদন্ডে দন্ডিত এবং দন্ডভোগের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে কিনা?: ----------

---

২০. প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ : ---------- মেয়াদকাল :----------

২১. টিআইএন : ----------

২২. আবেদনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অন্যান্য তথ্য :

এই আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজ-পত্রাদি আমার জানামতে সত্য। কোনো তথ্য বা কাগজ-পত্র মিথ্যা বা জাল বা ভুয়া প্রমাণিত হইলে আমার আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও সিলমোহর

(এ আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ অঞ্চল কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে। আবেদন পত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলি এবং প্রামাণিক কাগজপত্র না থাকিলে আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বিবেচনায় বাতিলযোগ্য হইবে।)

ফরম- ২/৮

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর ২১ বিধি মোতাবেক}

লাইসেন্সির মৃত্যুজনিত কারণে মালিকানা পরিবর্তনের আবেদন

বরাবর
উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (জেলা/মেট্রো/বিশেষ জোন এর অফিস প্রধান)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
.....

১. প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সীর নাম : .....
২. প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর নাম : .....
৩. মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ----------
৪. পিতা/স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ----------
৫. ঠিকানাঃ
স্থায়ী : ----------
বর্তমান : ----------
জাতীয়তাঃ .....জাতীয় পরিচয়পত্র নং: ----------

৬. লাইসেন্সীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও তাহাদের নাম :
৭. লাইসেন্স প্রাপ্তির তারিখ :
৮. লাইসেন্সের প্রকার : ----------
৯. লাইসেন্সকৃত প্রেমিসেসের অবস্থান:
১০. ক) লাইসেন্স ইস্যু করিবার পর কোনো অনিয়ম হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ:
খ) যদি কোনো অনিয়ম হইয়া থাকিলে গৃহীত ব্যবস্থা :
১১. প্রস্তাবিত অংশীদার কোনো ফৌজদারী মামলারয় নৈতিক স্খলনজনিত কারণে অন্যূন ৩(তিন) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত কিংবা ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার অধিক অর্থদন্ডে দন্ডিত এবং দন্ডভোগের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে কিনা?: ----------
----------:
১২. হালনাগার আয়কর পরিশোধের রশিদ/সনদ : ----------
১৩. লাইসেন্সীর মৃত্যুজনিতকারণে মালিকানার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক) লাইসেন্সীর মৃত্যুবরণের তারিখ:
খ) মৃত লাইসেন্সীর এক বা একাধিক উত্তরাধিকারীর নামে লাইসেন্সের মালিকানা পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হইলে উহার বিবরণ:
গ) মৃত্যু লাইসেন্সীর উত্তরাধিকারীগণের উত্তরাধিকার সনদ আছে কিনা?
ঘ) উত্তরাধিকারীগণের মধ্য হইতে যাহার বা যাহাদের নামে লাইসেন্সের মালিকানা প্রদানের প্রস্তাব করা হইবে তৎবিষয়ে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণের প্রত্যয়ন দাখিল করিতে হেইবে।
১৪. প্রস্তাবিত অংশীদার/অংশীদারদের প্রত্যেকের ০২ (দুই) কপি সত্যায়িত সংযুক্ত করিতে হইবে।:
১৫. আবেদনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অন্যান্য তথ্য :

এই আবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজ-পত্রাদি আমার জানামতে সত্য। কোনো তথ্য বা কাগজ-পত্র মিথ্যা বা জাল বা ভুয়া প্রমাণিত হইলে আমার আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও সিলমোহর

(এ আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট জেলা/মেট্রোপলিটন/বিশেষ অঞ্চল কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে। আবেদন পত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলি এবং প্রামাণিক কাগজপত্র না থাকিলে আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বিবেচনায় বাতিলযোগ্য হইবে।)

তপসিল-৩

ফরম- ৩/১

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর ৪ ও ৫ বিধি মোতাবেক}

নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস এর আমদানি/রপ্তানি/উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ/ পাইকারি বিক্রয়/খুচরা বিক্রয়/মজুদ ইত্যাদির লাইসেন্স এবং ব্যবহারের পারমিট

লাইসেন্স/ব্যবহারের পারমিট নম্বর .....তারিখ.....

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৯ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২-এর ৫ বিধি অনুসারে মহাপরিচালক/মহাপরিচালকের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার ..... কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী ও বর্ণনা মোতাবেক নিম্নোক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে তার.....তারিখের ..... আবেদনের ভিত্তিতে নারকোটিকস ড্রাগস/সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস এর ..... লাইসেন্স/ব্যবহারের পারমিট প্রদান করা হইল :

১. লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম :
২. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :
   অফিস :
   ব্যবসাস্থান :
৩. গোডাউনের ঠিকানা :
৪. ট্রেড লাইসেন্স নং:
৫. ফার্মাসিস্ট সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
৬. বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের/বিসিকের রেজিঃ নং:
৭. টিআইএন :
৮. অনুমোদিত নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস এর বিবরণ :

শর্তাবলীঃ

১. এই লাইসেন্স বাবদ প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে----------টাকা লাইসেন্স ফি অগ্রিম পরিশোধপূর্বক লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে।
২. এই লাইসেন্স ১লা জুলাই হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত বা লাইসেন্সে উল্লিখিত সময়ের জন্য বহাল থাকিবে।
৩. মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতিত এ লাইসেন্স হস্তান্তর করা, স্থানান্তর করা কিংবা সাবলীজ দেওয়া যাইবে না।
৪. এই লাইসেন্সে বর্ণিত স্থান ব্যতিত অন্য কোনো স্থানে লাইসেন্সিং কার্যক্রম নির্বাহ করা যাইবে না।
৫. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ১৪ ধারা প্রযোজ্য হয় এমন কোনো ব্যক্তিকে এই লাইসেন্সের কোনো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা করা যাইবে না। এই লাইসেন্সের আওতায় অফিসার/কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি যদি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮, তদধীন প্রণীত বিধিমালা কিংবা লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করেন এবং তাতে যদি লাইসেন্সীর স্বার্থ নিহিত থাকে তা হইলে উক্ত শর্ত লঙ্ঘনজনিত যাবতীয় কার্যক্রমের দায়ভার শর্ত লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিসহ লাইসেন্সীর উপর বর্তাইবে।
৬. একমাত্র অগ্নি নিরোধক ও পাকা দেয়াল ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের সরবরাহ বিশিষ্ট যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত কক্ষ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস মজুদ করা যাইবে না।
৭. এই লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান এই লাইসেন্সের শর্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
৮. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও তদুর্ধ যে কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারকে দিনে বা রাত্রে যে কোনো সময় এ লাইসেন্স, তার আওতাভুক্ত প্রেমিজ, স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির মজুদ, রেজিস্টার, হিসাবের খাতাপত্র, রিপোর্ট, ক্যাশমেমো ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও যাচাই করিবার কাজে লাইসেন্সধারী সকল প্রকার সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।
৯. এই লাইসেন্সের কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হইলে কিংবা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তা বাতিল, প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণসহ অন্য যে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিংবা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে লাইসেন্সধারীকে সর্বাধিক ১(এক) লক্ষ টাকা আপোষ-নিষ্পত্তির অর্থ হিসেবে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে আদায়পূর্বক অপরাধের বিভাগীয় নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। এইজন্য বিভাগীয় আপীল না করে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।
১০. লাইসেন্সধারী কর্তৃক আমদানিকৃত/উৎপাদিত নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেসসমূহ শুধুমাত্র প্রান্তিক (End user) ব্যবহারকারী, পারমিটধারী বা লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারো নিকট বিক্রি করা যাইবে না।
১১. লাইসেন্সধারী নির্ধারিত ফরমে তাহার উৎপাদন/ আমদানি/রপ্তানি /ক্রয়/বিক্রয়/মজুদ/ব্যবহার সম্পর্কিত সকল হিসাব বিধি-২২ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করিবেন।
১২. লাইসেন্স/পারমিট গ্রহণ কালে তাহার পরিবেশিত কোনো তথ্য ভুল প্রমাণিত হইলে কিংবা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ বা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা ২০২২ বা এই লাইসেন্সের কোনো শর্তাবলী কিংবা মহাপরিচালকের কোনো আদেশ লংঘন করিলে বিধি মোতাবেক এই লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উহা বাতিল, প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণসহ অন্য যে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন। এজন্য একমাত্র বিভাগীয় আপীল ব্যতিত অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা কিংবা আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও পদবী

বিঃ দ্রঃ-এ লাইসেন্স দুই কপিতে প্রদান করা হইবে এবং গ্রহণকালে অফিস কপিতে লাইসেন্সী তার শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত হইয়াছেন মর্মে স্বাক্ষর করিবেন।

** এ লাইসেন্সের উপরে বামদিকে প্রদানকারী অফিসারের অফিসের সিলমোহর, ইস্যু নম্বর, নথি নম্বর ইত্যাদি না থাকিলে তা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

ফরম -৩/২

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-৪ ও ৫ মোতাবেক}

প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানি/রপ্তানি/উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ/ পাইকারি বিক্রয়/খুচরা বিক্রয়/মজুদ ইত্যাদির লাইসেন্স বা ব্যবহারের পারমিট :

লাইসেন্স/পারমিট নম্বর .....তারিখ.....

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ ধারা ৯ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা ২০২২-এর ৪ ও ৫ বিধি অনুসারে মহাপরিচালক/মহাপরিচালকের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার..... কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী ও বর্ণনা মোতাবেক নিম্নোক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে তার.....তারিখের ..... আবেদনেরভিত্তিতে প্রিকারসর কেমিক্যালস এর উৎপাদন/আমদানি/রপ্তানি/ক্রয়/বিক্রয়/মজুদ/ব্যবহার লাইসেন্স/পারমিট প্রদান করা হইল :

১. লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম :
২. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :
   অফিস :
   ব্যবসাস্থান :
   গোডাউনের ঠিকানা :
৩. ট্রেড লাইসেন্স নং:
৪. প্রিকারসর কেমিক্যালস এর নাম ও পরিমাণ : .....
৫. বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের/বিসিকের রেজিঃ নং:
৬. টিআইএন :

শর্তাবলীঃ

১. এই লাইসেন্স বাবদ প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে----------টাকা লাইসেন্স ফি অগ্রিম পরিশোধপূর্বক লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে।
২. এই লাইসেন্স ১লা জুলাই হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত বা লাইসেন্সে উল্লিখিত সময়ের জন্য বহাল থাকিবে।
৩. মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতিত এ লাইসেন্স হস্তান্তর করা, স্থানান্তর করা কিংবা সাবলীজ দেওয়া যাইবে না।
৪. এই লাইসেন্সে বর্ণিত স্থান ব্যতিত অন্য কোনো স্থানে লাইসেন্সিং কার্যক্রম নির্বাহ করা যাইবে না।
৫. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮এর ১৪ ধারা প্রযোজ্য হয় এমন কোনো ব্যক্তিকে এই লাইসেন্সের কোনো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা করা যাইবে না। এই লাইসেন্সের আওতায় অফিসার/কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি যদি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮, তদধীন প্রণীত বিধিমালা কিংবা লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করেন এবং তাতে যদি লাইসেন্সীর স্বার্থ নিহিত থাকে তা হইলে উক্ত শর্ত লঙ্ঘনজনিত যাবতীয় কার্যক্রমের দায়ভার শর্ত লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিসহ লাইসেন্সীর উপর বর্তাইবে।
৬. একমাত্র অগ্নি নিরোধক ও পাকা দেয়াল ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের সরবরাহ বিশিষ্ট যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত কক্ষ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস/প্রিকারসর কেমিক্যালস মজুদ করা যাইবেনা।
৭. এই লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান এই লাইসেন্সের শর্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
৮. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও তদুর্ধ্ব যে কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারকে দিনে বা রাত্রে যে কোনো সময় এ লাইসেন্স, তার আওতাভুক্ত প্রেমিজ, স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির মজুদ, রেজিস্টার, হিসাবের খাতাপত্র, রিপোর্ট, ক্যাশমেমো ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও যাচাই করিবার কাজে লাইসেন্সধারী সকল প্রকার সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।
৯. এই লাইসেন্সের কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হইলে কিংবা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তা বাতিল, প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণসহ অন্য যে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিংবা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে লাইসেন্সধারীকে সর্বাধিক ১(এক) লক্ষ টাকা আপোষ-নিষ্পত্তির অর্থ হিসেবে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে আদায়পূর্বক অপরাধের বিভাগীয় নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।এইজন্য বিভাগীয় আপীল না করে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।
১০. লাইসেন্সধারীকর্তৃক আমদানিকৃত/উৎপাদিত প্রিকারসর কেমিক্যালসসমূহ শুধুমাত্র প্রান্তিক (End user) ব্যবহারকারী, পারমিটধারী বা লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারো নিকট বিক্রি করা যাইবে না।
১১. লাইসেন্সধারী নির্ধারিত ফরমে তাহার উৎপাদন/ আমদানি/রপ্তানি /ক্রয়/বিক্রয়/মজুদ/ব্যবহার সম্পর্কিত সকল হিসাব বিধি-২২ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করিবেন।
১২. লাইসেন্স/পারমিট গ্রহণ কালে তাহার পরিবেশিত কোনো তথ্য ভুল প্রমাণিত হইলে কিংবা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন,২০১৮ বা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা ২০২২ বা এই লাইসেন্সের কোনো শর্তাবলী কিংবা মহাপরিচালকের কোনো আদেশ লংঘন করিলে বিধি মোতাবেক এই লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উহা বাতিল, প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণসহ অন্য যে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন। এজন্য একমাত্র বিভাগীয় আপীল ব্যতিত অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা কিংবা আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও পদবী

বিঃ দ্রঃ-এ লাইসেন্স দুই কপিতে প্রদান করা হইবে এবং গ্রহণকালে অফিস কপিতে লাইসেন্সী তার শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত হইয়াছেন মর্মে স্বাক্ষর করিবেন।

** এ লাইসেন্সের উপরে বামদিকে প্রদানকারী অফিসারের অফিসের সিলমোহর, ইস্যু নম্বর, নথি নম্বর ইত্যাদি না থাকিলে তা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

ফরম- ৩/৩

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর ৬ বিধি মোতাবেক}

নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস/প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানির ছাড়পত্র :

ছাড়পত্র নম্বর .....তারিখ.....

মাদকদ্রব্য আমদানীর ছাড়পত্র।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি ৭ এর বিধান অনুসারে মহাপরিচালক/মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা ---------- নিমণবর্ণিত শর্তাবলী ও বর্ণনা মোতাবেক নিমেণাক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে তাহার/উহার ---------- তারিখের ---------- আবেদনের প্রেক্ষিতে এতদ্বারা মাদকদ্রব্য আমদানীর ছাড়পত্র প্রদান করিল :

১। ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম :----------

২। ঠিকানা :
অফিস : ----------
ব্যবসা স্থান : ----------

৩। আমদানী লাইসেন্স ও আমদানী পারমিট নং: ----------
প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ : ----------

৪। ঔষধ প্রশাসন প্রদত্ত ড্রাগ লাইসেন্স নং: ----------

৫। আমদানিকারকের নাম : ----------
প্রতিষ্ঠানের নাম : ----------
ঠিকানা : ----------

৬। আমদানীর জন্য নির্বাচিত মাদকদ্রব্য এবং উহার উপাদান ও উপকরণসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও পরিমাণ :----------
---

৭। মোট মূল্য : ----------

৮। অর্থের উৎস : ----------

৯। আমদানীর রুট : ----------

১০। প্রবেশ বন্দর/নির্গমন বন্দর : ----------

১১। ইন্ডেন্টরের নাম, ঠিকানা, লাইসেন্স নং: ----------

১২। ছাড়পত্রের মেয়াদ : ----------

শর্তাবলীঃ

১. এই আমদানীর ছাড়পত্র অন্য কাহাকেও হস্তান্তর করা যাইবে না।

২. এই ছাড়পত্র একবারের বেশি ব্যবহার করা যাইবে না।

৩. এই ছাড়পত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত মাদকদ্রব্য বা উহার উপাদান, উপকরণ এই ছাড়পত্রের জন্য আবেদন পত্রে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য কোনোরূপে ব্যবহার করা যাইবে না।

৪. এই ছাড়পত্রের মাধ্যমে আমদানীর ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক ও আইনগত দায়দায়িত্ব আমদানীকারকের থাকিবে।

৫. এই ছাড়পত্রের বর্ণিত রুট এবং প্রবেশ ও নির্গমন বন্দর ব্যতিত অন্য কোনো রুট বা বন্দর ব্যবহার করা যাইবে না।

৬. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ছাড়পত্র ব্যবহার করা না হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। উপযুক্ত কারণ দর্শাইলে প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উহা নবায়ন করিতে পারিবে। তবে একবারের বেশী কোনো ছাড়পত্র নবায়ন করা যাইবে না।

৭. এই ছাড়পত্রের মাধ্যমে কোনো মাদকদ্রব্য/মাদকদ্রব্যের উপাদান বা উপকরণ আমদানী বা রপ্তানী করিতে হইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩নং আইন) এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ ছাড়াও সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত নীতিমালা, আমদানী-রপ্তানী নীতিমালা এবং শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট সংক্রান্ত নীতি ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

৮. যে কোনো যুক্তিসংগত কারণে এই ছাড়পত্র কোনোরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উহার প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বাতিল, প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারিবে।

প্রদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
পদবী ও সিলমোহর।

- এই ছাড়পত্রের উপরের দিকে বাম কোণে প্রদানকারী কর্মকর্তার অফিসের সীল মোহর, ইস্যু নম্বর, নথি নম্বর ইত্যাদি না থাকিলে উহা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।
- কোনো কারণে এই ছাড়পত্র ব্যবহার করা না হইলে উহা অবশ্যই সময়সীমা পার হইবার পর প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত দিতে হইবে।

Form-3/5

Prior approval for importation of Narcotic drugs, Psychotropic substances and Precursor chemicals

THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DEPARTMENT OF NARCOTICS CONTROL (DNC)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
41, SEGUN BAGICHA, DHAKA-1000
Telephone: 880248322185

The Narcotics Control Act 2018, UN Single Convention on Narcotic Drugs 1961, UN Convention on Psychotropic Substances 1971 & UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.

IMPORT AUTHORIZATION

REFFERENCE:		
No.	ISSUE DATE:	EXPIRY DATE:

The competent authority of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursor Chemicals of Bangladesh, is hereby authorizes the import of the following controlled substances and/or preparations:

SL.NO	Name of the controlled substances	H.S.CODE	QUANTITY

IMPORTER	EXPORTER	MANUFACTURER	PURPOSES

PORT OF ENTRY:	CONDITIONS:
	1. Invalid if amended. If amendment are required this documents should be returned to DNC for cancellation and afresh application submitted. 2. Valid only for the importer named above. 3. Not permitted to ship quantities greater those specified. 4. No Objection Certificate (NOC) for Customs Clearance from DNC should be taken. 5. Precursor Chemicals must be imported as per the capacity of the godown (Godown capacity: ....) 6. Concerned Additional Director of Divisonal office & Deputy Director/Assistant Director of District/Metropolitan/Special Zone office will ensure the stock of Precursor Chemicals according to the capacity of the godown.

SIGNATURE OF ISSUING OFFICER

ফরম -৩/৬

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর ১১ বিধি মোতাবেক}

মাদকদ্রব্য বহন/পরিবহনের জন্য পাস।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৯ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি ১২ এর বিধান অনুসারে মহাপরিচালক/মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা ---------- নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী ও বর্ণনা মোতাবেক নিম্নোক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে তাহার/উহার ---------- তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে এতদ্বারা মাদকদ্রব্য বহন/পরিবহনের জন্য পাস প্রদান করিল :

১| পাস ধারীর নামঃ ----------

২| প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ ----------

৩| সংশ্লিষ্ট মাদকদ্রব্য সরবরাহকারীর লাইসেন্স নং: ----------
প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ : ----------
মেয়াদকাল : ----------

৪| যে সকল মাদকদ্রব্য পরিবহন করা হইবে উহাদের বিস্তারিত বিবরণ ও পরিমাণ (বাণিজ্যিক নাম, বৈজ্ঞানিক নাম ও রেসিপিসহ) : ----------

৫| যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হইতে মাদকদ্রব্যের সরবরাহ গ্রহণ করিতে হইবে উহার নাম ও ঠিকানা : ----------
লাইসেন্স নং: ----------
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা/মেট্রো/বিশেষ জোন কার্যালয়ের নাম : ----------

৬| যে স্থানে পরিবহন করিয়া আনিতে হইবে উহার নাম ও ঠিকানা : ----------

৭| পরিবহনের রুট ও মাধ্যম : ----------

৮| পাসের বৈধতার মেয়াদ : ----------

৯| পরিবহনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : ----------

শর্তাবলী :

১। এই পাস হস্তান্তরযোগ্য নহে।

২। এই পাস এক বারের বেশি ব্যবহার করা যাইবে না।

৩। এই পাস নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহার করা না হইলে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। উপযুক্ত কারণ দর্শাইলে ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ উহা ১ মাস বর্ধিত করিতে পারিবেন। তবে একবারের বেশি এইরূপ বর্ধিত করা যাইবে না।

৪। এই পাসে বর্ণিত পরিমাণের অধিক মাদকদ্রব্য পরিবহন করা যাইবে না।

৫। এই পাসে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য কাহারও নিকট হইতে মাদকদ্রব্যের সরবরাহ লওয়া যাইবে না।

৬। অনুমোদিত পরিবহনকারী ব্যতিত অন্য কেহ এই পাসে উল্লিখিত মাদকদ্রব্য পরিবহন করিতে পারিবে না।

৭। পরিবহনকালে মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা এই পাস ও উহার আওতাভুক্ত মালামাল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

৮। যে কোনো উপযুক্ত কারণে ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ এই পাস বাতিল করিতে পারিবে।

সরবরাহকারী কার্যালয়ের
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
প্রতিস্বাক্ষর ও সীলমোহর।

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
ও সীলমোহর

* এই পাস তিন কপিতে ইস্যু করা হইবে। প্রথম কপি লাইসেন্সধারীর নিকট, দ্বিতীয় কপি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট এবং তৃতীয় কপি ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট থাকিবে।

** পাসের উপরে বাম দিকে ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের অফিসের সীলমোহর, নথি নম্বর, ইস্যু নম্বর, ইত্যাদি না থাকিলে এই পাস বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

ফরম- ২/৭

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর ৪ ও ৫ বিধি মোতাবেক}

নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস
ব্যবহারের (চিকিৎসা ও গবেষণা প্রয়োজনে প্রান্তিক ব্যবহারকারী হিসেবে ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য প্রান্তিক ব্যবহারকারী) পারমিট

লাইসেন্স/ব্যবহারের পারমিট নম্বর .....তারিখ.....

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৯ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর ৪ ও ৫ বিধি অনুসারে মহাপরিচালক/মহাপরিচালকের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার ..... কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী ও বর্ণনা মোতাবেক নিম্নোক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে তার.....তারিখের ..... আবেদনের ভিত্তিতে নারকোটিকস ড্রাগস/সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস এর ..... লাইসেন্স/ব্যবহারের পারমিট প্রদান করা হইল :

১. লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম :
২. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :
   অফিস :
   ব্যবসাস্থান :
৩. গোডাউনের ঠিকানা :
৪. ট্রেড লাইসেন্স নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
৫. ফার্মাসিস্ট সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
৬. জাতীয় পরিচয় পত্র নং :
৭. টিআইএন :
৮. অনুমোদিত নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক/ সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস এর বিবরণ ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য :

শর্তাবলীঃ

১. এই লাইসেন্স বাবদ প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে----------টাকা লাইসেন্স ফি অগ্রিম পরিশোধপূর্বক লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে।
২. এই লাইসেন্স ১লা জুলাই হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত বা লাইসেন্সে উল্লিখিত সময়ের জন্য বহাল থাকিবে।
৩. মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতিত এ লাইসেন্স হস্তান্তর করা, স্থানান্তর করা কিংবা সাবলীজ দেওয়া যাইবে না।
৪. এই লাইসেন্সে বর্ণিত স্থান/ ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য কোনো স্থানে/ কাজে লাইসেন্সিং কার্যক্রম নির্বাহ করা যাইবে না।
৫. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ১৪ ধারা প্রযোজ্য হয় এমন কোনো ব্যক্তিকে এই লাইসেন্সের কোনো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা করা যাইবে না। এই লাইসেন্সের আওতায় অফিসার/কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি যদি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮, তদধীন প্রণীত বিধিমালা কিংবা লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করেন এবং তাতে যদি লাইসেন্সীর স্বার্থ নিহিত থাকে তা হইলে উক্ত শর্ত লঙ্ঘনজনিত যাবতীয় কার্যক্রমের দায়ভার শর্ত লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিসহ লাইসেন্সীর উপর বর্তাইবে।
৬. কেবল প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অগ্নি নিরোধক ও পাকা দেয়াল ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের সরবরাহ বিশিষ্ট যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত কক্ষ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস মজুদ করা যাইবে না।
৭. এই লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান এই লাইসেন্সের শর্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
৮. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও তদুর্ধ যে কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারকে দিনে বা রাত্রে যে কোনো সময় এ লাইসেন্স, তার আওতাভুক্ত প্রেমিজ, স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির মজুদ, রেজিস্টার, হিসাবের খাতাপত্র, রিপোর্ট, ক্যাশমেমো ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও যাচাই করিবার কাজে লাইসেন্সধারী সকল প্রকার সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।
৯. এই লাইসেন্সের কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হইলে কিংবা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তা বাতিল, প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণসহ অন্য যে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিংবা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে লাইসেন্সধারীকে সর্বাধিক ১(এক) লক্ষ টাকা আপোষ-নিষ্পত্তির অর্থ হিসেবে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে আদায়পূর্বক অপরাধের বিভাগীয় নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। এইজন্য বিভাগীয় আপীল না করে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।
১০. লাইসেন্সধারী নির্ধারিত ফরমে তাহার উৎপাদন/ আমদানি/রপ্তানি /ক্রয়/বিক্রয়/মজুদ/ব্যবহার সম্পর্কিত সকল হিসাব বিধি-২২ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করিবেন।
১১. লাইসেন্স/পারমিট গ্রহণ কালে তাহার পরিবেশিত কোনো তথ্য ভুল প্রমাণিত হইলে কিংবা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ বা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা ২০২২ বা এই লাইসেন্সের কোনো শর্তাবলী কিংবা মহাপরিচালকের কোনো আদেশ লংঘন করিলে বিধি মোতাবেক এই লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উহা বাতিল, প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণসহ অন্য যে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন। এজন্য একমাত্র বিভাগীয় আপীল ব্যতিত অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা কিংবা আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও পদবী

বিঃ দ্রঃ-এ লাইসেন্স দুই কপিতে প্রদান করা হইবে এবং গ্রহণকালে অফিস কপিতে লাইসেন্সী তার শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত হইয়াছেন মর্মে স্বাক্ষর করিবেন।

** এ লাইসেন্সের উপরে বামদিকে প্রদানকারী অফিসারের অফিসের সিলমোহর, ইস্যু নম্বর, নথি নম্বর ইত্যাদি না থাকিলে তা বৈধ বলিয়া গণ্য

তপসিল-৪

ফরম -৪/১

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-১২ মোতাবেক}

পরিদর্শন প্রতিবেদন

১। প্রতিষ্ঠানের নাম:.....

২। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:.....

৩। নারকোটিক ড্রাগস/সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস/সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস/প্রিকারসর কেমিক্যালস এর নাম .....

৪। পরিদর্শনের তারিখ ও সময় :.....

৫। পরিদর্শনের সময় লাইসেন্সির উপস্থিতি/অনুপস্থিতি (অনুপস্থিত হইলে উহার কারণ).....

৬। বার্ষিক বরাদ্দকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমান.....

৭। এককালীন উত্তোলন কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে).....

৭। গোডাউনের ধারণ ক্ষমতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):.....

৮। বিগত অর্থবছরে আমদানী/রপ্তানীকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমান.....

৯। বিগত অর্থ বছরে আমদানী মাদকদ্রব্যের ব্যবহার/বিক্রয়ের পরিমান.....

১০। বিগত অর্থ বছরে আমদানীকৃত মাদকদ্রব্য ব্যবহৃত হওয়ার পরে অথবা রপ্তানী করার পরে অবশিষ্ঠ/প্রারম্ভিক মজুদের পরিমান.....

১১। বর্তমান মজুদ:

(ক) প্রারম্ভিক মজুদের পরিমাণ.....

(খ) বর্তমান অর্থ বছরে আমদানী/রপ্তানীকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমান.....

(গ) বর্তমান অর্থ বছরে আমদানীকৃত মাদকদ্রব্যের ব্যবহার/বিক্রয়ের পরিমান.....

(ঘ) বর্তমানে মাদকদ্রব্যের মজুদের পরিমান {(ক+খ)-গ}:.....

১২। বর্তমানে বহিঃমূলে মাদকদ্রব্যের বর্তমান মজুদের পরিমাণ.....

১৩।আমদানীকৃত মাদকদ্রব্য ব্যবহৃত করে উৎপাদিত পণ্যের পরিমান ও বিবরণ.....

১৪। গোডাউনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক কিনা?.....

১৫। পরীক্ষার নিমিত্ত উৎপাদিত পণ্যের সংগ্রহীত নমুনার ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(ক) সংগ্রহীত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ও কর্মস্থল:.....

(খ) কি পরিমাণ নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে?.....

(গ) পরিমাপ ও ওজন অনুযায়ী কি পরিমাণ পাওয়া হয়েছে?

(ঘ) রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল.....

(ঙ) রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হইলে গৃহীত ব্যবস্থাদি.....

১৬। অনিয়ম আছে কিনা?.....

১৭। অনিয়ম সম্পর্কে উপস্থিত লাইসেন্সী বা লাইসেন্সী অনুপস্থিত থাকিলে তাহার প্রতিনিধির ব্যাখ্যা.....

১৮। বিশেষ মন্তব্য (যদি থাকে).....

পরিশনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি, স্বাক্ষর

ও

সিলমোহর

ফরম -৪/২

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-২২ মোতাবেক}

মাদকদ্রব্য আমদানী/রপ্তানীর হিসাবের ফরম :

মাদকদ্রব্যের নাম	সরবরাহকারী/ গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ইনভয়েস নং ও তারিখ	আমদানী/ রপ্তানীর ছাড়পত্র নং ও তারিখ	প্রাপ্তি/ সরবরাহের তারিখ	প্রারম্ভিক মজুদ	আমদানী/ রপ্তানীর পরিমাণ	মোট পরিমাণ	বিক্রয়ের/ ব্যবহারের পরিমাণ	ক্রেতার নাম ও ঠিকানা	অবশিষ্ট

ফরম -৪/৩

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-২২ মোতাবেক}

মাদকদ্রব্য উৎপাদনের হিসাবের ফরমঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	উৎপাদিত মাদকদ্রব্যের ফর্মূলা	ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ	উৎপাদিত মাদকদ্রব্যের পরিমাণ	ব্যাচ নং ও তারিখ	মোট উৎপাদন	মন্তব্য

ফরম -৪/৪

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-২২ মোতাবেক}

মাদকদ্রব্য পাইকারী বিক্রয়ের হিসাবের ফরমঃ

প্রারম্ভিক জের	প্রাপ্তির উৎস	পাস নং ও তারিখ	প্রাপ্তির পরিমাণ	মোট পরিমাণ	বিক্রয়ের পরিমাণ	ক্রেতার নাম ও ঠিকানা	পাস নং ও তারিখ	অবশিষ্ট	মন্তব্য

ফরম -৪/৫

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-২২ মোতাবেক}

হাসাপাতাল/ক্লিনিক কর্তৃক মাদকদ্রব্য ব্যবহারের হিসাবের ফরম :

তারিখ	প্রারম্ভিক মজুদ	অদ্যকার প্রাপ্তি	মোট মজুদ	কোথা হইতে প্রাপ্তি	পাস নং ও তারিখ	অদ্যকার মোট ব্যবহার	অবশিষ্ট	মন্তব্য

ফরম -৪/৬

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-২২ মোতাবেক}

মাদকদ্রব্য খুচরা বিক্রয়ের হিসাবের ফরম :

তারিখ	প্রারম্ভিক মজুদ	অদ্যকার প্রাপ্তি	মোট মজুদ	কোথা হইতে প্রাপ্তি	পাস নং ও তারিখ	অদ্যকার মোট ব্যবহার	অবশিষ্ট	মন্তব্য

ফরম – ৪/৭

{মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-২২ মোতাবেক}

নারকোটিকস ড্রাগস/ সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস ও সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবসটেনসেস
(চিকিৎসা ও গবেষণা প্রয়োজনে প্রান্তিক ব্যবহারকারী হিসেবে ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রান্তিক ব্যবহারকারী) ব্যবহারের হিসাবের ফরম :

তারিখ	প্রারম্ভিক মজুদ	অদ্যকার প্রাপ্তি	মোট মজুদ	কোথা হইতে প্রাপ্তি	পাস নং ও তারিখ	অদ্যকার মোট ব্যবহার	অবশিষ্ট	মন্তব্য